দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 2 8 MAR 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

259

কুয়েত মৈত্রী হল

ছাত্রীরা কারণ দর্শানোর নোটিস প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের সাধারণ ছাত্রীরা এগারো ছাত্রীর বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিস প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ দাবি জানানো হয়।

এদিকে হলের ২শ' ৭৩ জন ও নোটিস প্রাপ্ত ১১ জন ছাত্রী শিক্ষকদের সাথে অশালীন আচরণের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেন, আমরা অশালীন আচরণ করিনি, শুধুমাত্র আমাদের পানি সমস্যার কথা উপস্থাপন করেছি। পানি সঙ্কটের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁরা বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে মৈত্রী হলের পানি সঙ্কট একটি নিয়মিত সমস্যা। পূর্ণাঙ্গ আবাসিক হল হওয়া সত্ত্বেও বিগত পাঁচ বছরে এ হলে একটি নিজস্ব পানির পাম্প বসানো সম্ভব হয়নি। সে কারণে প্রায় পানির জন্য দুর্ভোগ পোহাতে হয় ছাত্রীদের। গত বুধবারের ঘটনা সম্পর্কে ছাত্রীদের বক্তব্য হচ্ছে, ঐ দিন শিক্ষকদের সাথে অশোভন আচরণ করা হয়নি। পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা পাবার জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করা হয়েছে মাত্র।